ADDRESS OF THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES

EAST WEST UNIVERSITY

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
সভাপতি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং
প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রয়োদশ সমাবর্তন উপলক্ষে
ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতির ভাষণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম পি, সমাবর্তন বক্তা বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বহুবিদ সম্মাননা সনদপ্রাপ্ত সেলিনা হোসেন, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক আহমদ শফি, ট্রাষ্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ, মিডিয়ার বন্ধুগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ, শুভার্থীগণ এবং যাদের জন্য আজকের এই আয়োজন - স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সনদপ্রত্যাশী আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম,

আপনাদের সবাইকে বসন্ত দিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মহান ভাষার মাসের অভিনন্দন।

ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা পথে আজ আরও একটি স্মরণীয় দিন। ত্রয়োদশ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৩৪১ জন শিক্ষার্থীকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা সমাপনী সনদ প্রদান করতে যাচ্ছি। আজ থেকে প্রায় দুই যুগ আগে, ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, মাত্র ২০ জন ছাত্র, ৬ জন শিক্ষক ও ৪ জন কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ তা প্রায় নয় হাজার ছাত্র-ছাত্রী, তিন শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা, দুই শতাধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সমন্বয়ে এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় আট বিঘা জমির উপর শুধুমাত্র ছাত্রবেতনের সঞ্চয় থেকে দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য শৈলী নিয়ে সাড়ে চার লক্ষ বর্গফুটের এক অনন্যরূপা বিশ্ববিদ্যালয় ভবন নির্মিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৩টি অনুষদের অধীনে ১০টি বিভাগে ১১ টি স্নাতক ও ১৩টি স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে। এ সবই সম্ভব হয়েছে

পরিচালকমণ্ডলীর দূর-দৃষ্টি ও সুদুর প্রসারী পরিকল্পনা ও শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে। আজকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ স্ব-স্ব কর্মজগতে তাঁদের মেধা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষার্থীদের অনেকেই উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অধ্যয়নরত আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীর বর্তমান প্রধান হিসাবে আমি, আর সকলের সাথে, গর্বিত বোধ করছি।

গবেষণা, প্রকাশনা ও শিক্ষার মানের প্রেক্ষাপটে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মানের সর্বোৎকৃষ্ট মাপকাঠি হচ্ছে তার গবেষণা এবং মানসম্মত প্রকাশনার সংখ্যা। সেই প্রেক্ষাপটে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের ৭১টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চমানের একটি বলেই স্বীকৃত। এক্ষেত্রে স্পেনের 'Webometrics Ranking of World Universities' এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ২০০৭, ২০০৮ ও ২০১৩ তে বাংলাদেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সর্বোচ্চমানের বলে অভিহিত করেছে। আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই পড়ানো ছাড়াও আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা, প্রকাশনা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কনফারেন্সের সাথে সার্বক্ষণিক জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা নিয়মিত প্রকাশনা সমূহ RB (Research Bangla) দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে, যারা গবেষণার দিক থেকে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে ২০০৯ সালে শ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচিত করেছিল।

সমবেত সুধী,

যাত্রার ঊষালগ্নে আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম এমন এক শিক্ষা কার্যক্রমের যা হবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞান, শিক্ষা, আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের একটি চলমান মেলবন্ধন; সে স্বপ্ন আজ বাস্তবতায় রূপ নিতে যাচ্ছে। এদেশের শিক্ষানুরাগী জনগোষ্ঠী এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করার জন্য সর্বাধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষাসূচী অবলম্বন করার পাশাপাশি পাঠাগার, গবেষণাগার, ল্যাবরেটরী, ইনডোর খেলাধূলা, চিকিৎসাসেবা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষার সম-অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াসে সদা নিবেদিত এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের নানাবিধ বৃত্তি প্রদান করে আসছে। মেধাবৃত্তিক বৃত্তি, প্রয়োজনভিত্তিক আর্থিক সহযোগিতা

ও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য পূর্নবেতন বৃত্তি প্রদানের মধ্য দিয়ে বিগত ১৭ বছরে প্রায় ৪০ কোটি টাকার অর্থ বৃত্তি প্রদান তথা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

আমি আজকের প্রধান অতিথি বাংলার জনমানসে শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম পি কে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে শিক্ষা জগতে গত কয়েকবছরে যে নীরব নিশ্চিত বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে আমরা সবাই তার সপ্রশংস প্রত্যক্ষদর্শী। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রায় আমরা তাঁকে সর্বদা আমাদের পাশে পেয়েছি। আমি, ইস্ট-ওয়েস্ট পরিবারের পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রী, মন্ত্রনালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, সকল সম্মানীত সদস্যবৃন্দ ও কর্মকর্তা-কর্মাচারীকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সনদ প্রত্যাশী শিক্ষার্থীবৃন্দ,

আজকে তোমাদের জীবনে এক মহেন্দ্রক্ষণ; মধ্যরাতে নিদ্রাহীন পরিশ্রমের ফেলে আসা বছরগুলোতে প্রাপ্ত শিক্ষা ও অর্জিত জ্ঞান যেন সর্বদা তোমাদের চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকে; মানুষের জন্য মমত্ববোধ, অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ও সাফল্য মন্ডিত জীবনের প্রেরণা হয়ে থাকে। মাতৃভূমি ও তার সুবিধাবঞ্চিত মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনে তোমরা যেন কখনো পিছ পা না হও। রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের সুস্পষ্ট অবদান নিশ্চিত করলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে। শিক্ষাজীবন থেকে আহরিত জ্ঞান, চারিত্রিক ও নৈতিক সততা এবং সর্বোপরি দেশপ্রেমের উজ্জ্বল হাতিয়ারে বলীয়ান হয়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশকে উন্নয়নের উচ্চতম শিখরে পৌঁছে দেবে - এই আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা। সদ্য সনদপ্রাপ্ত বিদ্যার্থীদের জন্য বিপুলা এ পৃথিবীর দ্বার আজ উন্মোচিত হল। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য তোমাদের প্রস্তুত হতে হবে; জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার বিরাট দায়িত্বটা তোমাদেরই। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত শিক্ষা, জ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধিচর্চ্চার পারদর্শিতা তোমাদের সে দায়িত্ব পালনে উজ্জীবিত করবে। আজকের দিনে আমি অভিনন্দন জানাই সকল পিতামাতা ও অভিভাবকদের, যারা তাঁদের সন্তানকে একজন

শিক্ষিত, সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তোমাদের আনন্দ ও সাফল্যের এই দিনে শরীক হতে পেরে আমরা নিজেরাও ধন্য।

আজকের অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা হিসাবে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, স্পষ্টভাষী, ও একজন প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব – সেলিনা হোসেন। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমি তাঁকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও উষ্ণ ধন্যবাদ জানাই।

কয়েক বছর আগে আমাকে প্রদত্ত একটি বিদায় অনুষ্ঠানে বলা হয়, "To place people over priorities is a rare virtue; you certainly have it" আমার লালিত এ সাধনা যেন তোমাদের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রেরণা জোগায়।

বিদায় অবশ্যই হৃদয় বিদারক। সাময়িকভাবে হলেও তোমাদের ছেড়ে দিতে আমরা আজ বেদনাবিধুর। তোমাদের সান্নিধ্য আমাদের হৃদয়গভীরে, মনের মুকুরে ও অনুভবের পরতে পরতে শাশ্বত মনিমালা হয়ে রইলো।

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই আমাদের শ্রদ্ধাভাজন। আপনারা আমাদের কৃতজ্ঞ অভিবাদন ও ধন্যবাদ জানবেন।